কাজল

বি, এ, পি প্রোডাকসন্স প্রাইভেট লিমিটেডের নিবেদন

"কাজল"

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়**

প্রযোজনা	: **তারক পাল**	সুরসৃষ্টি	: **রবীন চট্টোপাধ্যায়**
কাহিনী	: **সুরেন্দ্র নাথ মিত্র**	সংলাপ	: **বিধায়ক ভট্টাচার্য্য**
গীত রচনা	: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	সম্পাদনা	: কালী রাহা
চিত্রগ্রহণ	: বিজয় ঘোষ, রামানন্দ সেন, বিশু চক্রবর্তী	ব্যবস্থাপনা	: পাঁচুগোপাল দাস
		রূপসজ্জা	: বসির আমেদ
শব্দধারণ	: বাণী দত্ত, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ ঘোষ, জে, ডি, ইরাণী	শিল্প-নির্দেশনা	: সত্যেন রায়চৌধুরী
		ঐক্যতান	: সুরশ্রী অর্কেস্ট্রা
		স্থির চিত্র	: এডনা লরেঞ্জ
প্রচার	: ধীরেন মল্লিক	পরিচয় লিখন	: দিগেন স্টুডিও

ঃ সহকারীবৃন্দ ঃ

পরিচালনায়	: সতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুহাস মুখোপাধ্যায়	চিত্রগ্রহণে	: বৈদ্যনাথ বসাক, কে এ রেজা, নির্মল মল্লিক
শব্দগ্রহণে	: শৈলেন পাল, ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়	সম্পাদনায়	: রমেন ঘোষ
		ব্যবস্থাপনায়	: পঞ্চানন কুণ্ডু, রামকৃষ্ণ কুণ্ডু, বিশু গুপ্ত
সঙ্গীতে	: শশাঙ্ক সোম		
শিল্পনির্দেশনায়	: রবি চট্টোপাধ্যায়		

নেপথ্য সঙ্গীতে ঃ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, নির্মল মিশ্র

রূপায়নে ঃ ছবি বিশ্বাস ঃ সুপ্রিয়া চৌধুরী ঃ অসীমকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, নীতীশ মুখার্জী, কুমার রায়, দীপক মুখার্জী, জহর রায়, গঙ্গাপদ বসু, তুলসী চক্রবর্তী, শ্যাম লাহা, জ্ঞানেশ মুখার্জী, নৃপতি চ্যাটার্জী, প্রীতি মজুমদার, খগেন পাঠক, জয়নারায়ণ মুখার্জী, সমর, অর্দ্ধেন্দু, সুশীল, মুকুন্দ, কেষ্ট, ইন্দু, অমূল্য, সৌম্যেন, কুমার, অপর্ণা দেবী, চিত্রিতা মণ্ডল, রমা দেবী, আরতি দাস, রমা দাস, প্রতিমা দেবী ও কমলা মুখার্জী প্রভৃতি।

॥ সত্যেন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে আর সি এ ষ্টিরিওফোনিক শব্দযন্ত্রে সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনা ॥

॥ কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত ও মুদ্রিত ॥

॥ টেকনিসিয়ান স্টুডিও, ইন্দ্রপুরী স্টুডিও, ক্যালকাটা মুভিটোন ও রাধা ফিল্মস স্টুডিওতে আর, সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ॥

॥ একমাত্র পরিবেশক : **নর্মদা চিত্র** : কলিকাতা-১৩ ॥

কাহিনী

সামনা সামনি দুটি বাড়ী। দুই বাড়ীর দুই কর্তার মধ্যে যেমন মিল। তেমনি মিল এ বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে ও বাড়ীর ছেলের।

কাজল আর অরুণ।

কৃষ্ণবাবু ছেলে অরুণ—বি এস সি পাস করার সঙ্গে সঙ্গে অফিসের সাহেবকে ধরে একটা চাকুরী ঠিক করে ফেললেন। কৃষ্ণবাবু অরুণকে নিয়ে গিয়ে অফিসে বসিয়েও দিলেন। আর বন্ধু অভয় বাবুকে জানিয়ে দিলেন তার মেয়ে কাজলকে তাঁর অরুণের জন্য চাই।

অরুণ বি এস সি পাস করার পর স্বপ্ন দেখে বড়ো হবার। তার স্বপ্ন নতুন নতুন মেসিন আবিষ্কার করা। যে মেসিন দেশের রূপ বদলে দেবে। একশ জনের কাজ দশ জনে করবে। কম লোক বলে বেশী কাজ হ'বে। দেশের শ্রীবৃদ্ধি হবে।

তাই সে বাবার দেওয়া চাকুরী ছেড়ে দিল। কৃষ্ণবাবু পুত্রের এই ঔদ্ধত্য সহ্য করলেন না। তিনি তার আজীবনের সঞ্চায়কে ছেলের বিলাত যাবার পাথেয় হিসাবে খরচ করতে রাজী হলেন না।

কিন্তু প্রতিভা কখনও চাপা থাকে না। অরুণের একটি ডায়গ্রাম দেখে বহু কলকারখানার মালিক ধনী সুদর্শন রায় অরুণকে জার্মানী পাঠাতে চাইলেন।

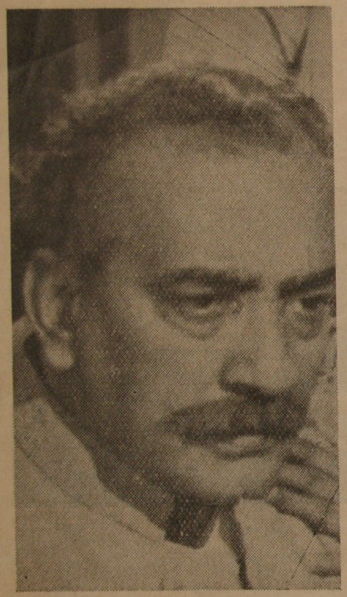

অরুণ ভাবতেও পারে নি তার এ স্বপ্ন এমন ভাবে সত্যের দিকে এগিয়ে যাবে।

জার্মান যাবার সমস্ত খরচ দিলেন শ্রীসুদর্শন রায়। জার্মান থেকে ফেরার পর অরুণ ঐ সুদর্শন রায়ের বিরাট ফ্যাক্টরীতে ওয়ার্কস ম্যানেজারের চাকরী পেল।

এদিকে অভয়বাবু একদিন অসুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরলেন। অভয়বাবুর অফিসের তরুণ ম্যানেজার তপনবাবু অসুস্থ অভয়-বাবুকে নিয়ে এলেন বাড়ীতে। এখানে এসে তার সঙ্গে আলাপ হ'লো কাজলের। তিনি কাজলকে দিলেন তাঁর অফিসে একটা চাকুরী।

তপনের এই অনুগ্রহের পেছনে ছিল কাজলকে লাভের একটা বিরাট ষড়যন্ত্র।

কাজলের মা—সেকেলে মহিলা। তিনি তপনের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে এবং দিন দিন তপন যে ভাবে সাহায্য করে তাদের সংসারটাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে চলেছে—তাতে কাজলের সঙ্গে তপনের বিবাহ দিতে চাওয়া তার পক্ষে অন্যায় নয়।

কিন্তু কাজল ?

এদিকে অরুণ কাজ—কাজ—আর কাজের চাপে হাফিয়ে উঠেছে। সে চায় নিশ্চিন্তে একটু বাঁচতে। একটি ছোট ঘর বাঁধার স্বপ্ন সে দেখে।

কিন্তু কাজলকে কি অরুণ পাবে তার জীবন সঙ্গিনী হিসাবে ?

তপন আর কাজলের বিবাহ কি হ'বে ?

কাজল কাকে তার পতিত্বে বরণ করে—তপনকে না অরুণকে ? এর জবাব দেবে সামনের রূপালী পর্দা···

গান

(১)

হিসাবের খাতা ভরে আছে শুধু ভুলে...
হায় গো নিয়তি যে মালা পরালে গলে,
কাঁটায় ভরা সে নয় সে তো গাঁথা ফুলে।
আমি যেন এই দুঃখের পৃথিবীতে
দিতেই এসেছি আসিনি তো কিছু নিতে,
আমায় দেখেও তো কেউ পথ হতে ডেকে
দুয়ার দিল না খুলে।
ঝড়ের হাওয়ায় কোন সে তরীর
ভরা পাল গেল ছিঁড়ে,
তটিনীর স্রোত পিছু চেয়ে কভু
দেখেও দেখে না ফিরে।
কি পেয়েছি আর পাইনি কি তাই ভেবে
মোর ভাগ্য-প্রদীপ বারে বারে কেন নেভে।
চিরদিনই শুধু ভাঙনের খেলা
আমার এ ভাঙা কূলে।

—শ্যামল মিত্র

(২)

চাঁদ জেগে আছে আর রাত জেগে আছে
আর জেগে আছে এই মন।
নেই কোন কথা এ যে রূপকথা
এ জীবনে এল শুভক্ষণ।
ফুল বলে ভ্রমরের কানে কানে গো
ধন্য যে আমি আজ তব গানে গো,
আমি শুনি যে তাদের আলাপন।
বাসরের ভীরু দীপ প্রহর জাগে
মায়াবিনী এই রাত মধুর লাগে
তাই নিজেরে ভুলি যে অকারণ।

— সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

(৩)

ঐ গুণ গুণ গুণ অলি গেয়ে যায়
বলে ফাগুনের বাঁশী বাজে বাতাসে।
তোরা শুনবি তো আয় ছুটে আয়।
কহে বকুল ফাগুন বেলায় তার বাঁশী শুনেছি,
সুর যে আনে তারই ধেয়ানে দিন যে গুণেছি,
তার বারতা আজ পেয়েছি
এলো পথিক কি এই বনছায়।
কহে চাঁপা শুধু সারা বেলা আজ গন্ধ বিলাব
স্বপ্ন নিয়ে আমি যে আজ তার প্রাণে মিলাব
মিলনের মধুময় পিয়াসী
আজ শুধু যে মন তারে চায়।

—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

(৪)

ঐ আকাশের চাঁদ বুঝি ধরা দিল আজ
ও রূপ ফাঁদে
বুঝি না কি মায়া আছে ও মুখ চাঁদে
সেজেছো তুমি আজ কার লাগি জানি আমি
ছলনা সে জানি তব আঁখি ভরা লাজ।
গরবিনী তব পানে চাঁদ চেয়ে রয়
বলে ও রূপের কাছে আমি কিছু নয়,
মন ভোলানই শুধু ও রূপের কাজ।
যে মরেছে সেই জানে ও রূপের গুণ
ও রূপে পড়েছে ধরা কত না ফাগুন।
ভোলাবে সে জানি কারে এই তব সাজ।

—নির্মলা মিশ্র

নর্মদা চিত্রর পক্ষে ধীরেন মল্লিক কর্ত্তৃক ৩২এ, ধর্মতলা স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া, ৩.১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

দাম ১৬ নঃ পঃ